সমকাল

নারীর প্রতিনিধিত্ব বনাম লিঙ্গবৈষম্য

মৌমিতা ইসলাম
প্রকাশ: ০৬ জুন ২২ ।

'ধারদেনা আমার স্ত্রীই বেশি করে। ওর জন্য টাকা ধার করা সহজ। কারণ বস্তির মানুষ জানে যে, ও টাকা নিয়ে সংসার ছাইড়া পালাইয়া যাইব না। পোলা মাইনসের কী ভরসা! তারা তো টাকা নিয়া চইলা যাইতে পারে; নেশা করতে পারে।' কল্যাণপুর বস্তিতে বসবাসরত ৩২ বছর বয়সী চা বিক্রেতা ফরিদ (ছদ্মনাম) এ বক্তব্য দেন বাংলাদেশে কভিড-১৯ এর লিঙ্গভেদে প্রভাব নিরূপণের জন্য একটি গবেষণার অংশ হিসেবে। কভিড-১৯ এ দেওয়া লকডাউনের কারণে তাঁর চায়ের দোকান বন্ধ থাকে দীর্ঘদিন। ফলে তাঁকে বেশ কয়েকবার প্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে চলতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ফরিদ এবং তাঁর স্ত্রী সুইটি (ছদ্মনাম), দু'জনেরই মতামত হলো, টাকা ধার করা পুরুষদের তুলনায় নারীদের জন্য সহজ। কারণ তাঁরা সময়মতো দায়িত্ব নিয়ে টাকা ফেরত দেন।

কভিডের সময় নারীদের ওপর গৃহস্থালি কাজের চাপ তুলনামূলক বেড়ে গিয়েছিল। গবেষণায় আমরা দেখতে চেয়েছি, লিঙ্গভেদে কভিডের কোনো প্রভাব আছে কিনা। ২৮ জন নারী উত্তরদাতার মধ্যে অন্তত ২১ জন বলেছেন, মহামারি এবং প্রাথমিক লকডাউন তাঁদের সামনে এক কঠিন পরিস্থিতি দাঁড় করিয়েছে, যার মধ্যে গৃহস্থালি কাজ বৃদ্ধিসহ কভিডমুক্ত থাকার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার চাপ তাঁদের নিতে হয়েছে। প্রাক-মহামারি পরিস্থিতির তুলনায় রান্না করা, কাপড় ধোয়া, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, খাবার পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার পরিমাণ বেড়েছে এবং এর ভার নারীর ওপর পড়েছে।

আমাদের গবেষণার ফলাফল দেখিয়েছে, পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার দায়িত্বটাও নারীর ওপর এসে বর্তেছে। 'করোনার মইধ্যে আমার স্বামী এমনিতেই অনেক চাপের উপ্রে থাকে। ঘরের এইসব অশান্তি আমি ওর উপর দিতে চাই না। একটু-আধটু অসুবিধা হইলে আমি নিজেই পাশের বাড়ির ভাবির থেইকা একটু তরকারি বা চাইল চাইয়া আনি। ওরে জানতে দেই না। নিজেই মানাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করি। বাকি ওপর আল্লাহ তো আছেই। যা করার উনিই করব।' ৩১ বছর বয়সী ধলপুর বস্তিতে বসবাসরত ফাতেমা (ছদ্মনাম) পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করেন। এ থেকে দেখা যায়, এই চাপগুলো নারীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে।

আমাদের গবেষণার একটি অংশ হিসেবে আমরা কথা বলেছি সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, নীতিনির্ধারক ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে। সেখান থেকে আমরা ফলাফল পেয়েছি যে, বাংলাদেশ লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে অগ্রসর হলেও মহামারির কারণে সৃষ্ট বেশিরভাগ পরিস্থিতির চাপ বা প্রভাব নারীদের ওপর পুরুষদের তুলনায় বেশি পড়ছে। এ পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার জন্য পরিবার এবং সমাজে লিঙ্গবৈষম্য দূর করা জরুরি। আমাদের গৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে আমরা দেখেছি, মানসিক চাপ ও উদ্বেগের আধিক্য একটি সাধারণ বিষয়। আমাদের গবেষণার এ ফলাফল হলো প্রত্যক্ষ সূচক, যা কভিড এবং ভবিষ্যতের মহামারিগুলোর জন্য নীতিনির্ধারণ করার সময় গৃহশ্রমের অন্যায্য বণ্টন, অবৈতনিক পরিচর্যা শ্রম ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিবেচনায় নিতে নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই প্রভাবিত করবে। এ জন্য আমাদের সরকারি নীতিগুলোতে লিঙ্গ-সচেতনতা নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

আরেকটি নীতিগত সীমাবদ্ধতা যা মহামারিতে প্রকাশ পেয়েছে তা হলো স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোতে নারীর কম প্রতিনিধিত্বের নেতিবাচক প্রভাব। স্থানীয় সরকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার সংস্থায় একটি আসন নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে ১ জন নারী বোর্ড সদস্যের প্রয়োজন। এ বিধানটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব বা স্থানীয় সরকার প্রশাসনে নারীর যথাযথ প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা দেয় না। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের লিঙ্গবৈষম্যের কারণে তৈরি হওয়া সমস্যা অনেক ক্ষেত্রেই লাঘব করা সম্ভব হবে।

এ ছাড়া এই লিঙ্গবৈষম্যগুলোকে তাদের ব্যাপকতা অনুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। আমাদের সুপারিশ থাকবে, মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হোক। পাশাপাশি গৃহশ্রমের অন্যায্য বণ্টন, অবৈতনিক পরিচর্যা সংক্রান্ত বৈষম্যগুলো নীতিনির্ধারকদের বিবেচনার আওতায় আনা হোক।

মৌমিতা ইসলাম: গবেষণা সহযোগী, ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়